MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

লেনিনের লেখা থেকে : আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী প্রসঙ্গে

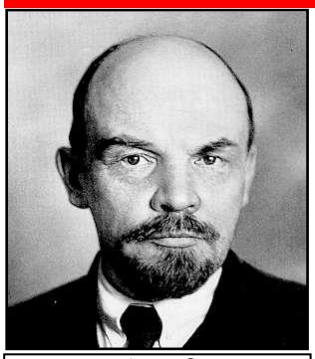

ভ. ই. লেনিন
জন্ম ২২ এপ্রিল ১৮৭০;
মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

ভ. ই. লেনিন

৯৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

[জন্ম ২২ এপ্রিল ১৮৭০; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪]

[প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ভ্যানগার্ড পাঠকের জন্য লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লব বই-এর অংশবিশেষ উপস্থাপনা করা হলো।]

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' ইতিহাসের সাধারণ খতিয়ান দেওয়া হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের মধ্যে দেখতে বাধ্য হই শ্রেণি-আধিপত্য, এবং এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, প্রলেতারিয়েত প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার না করে, রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্জন না করে, রাষ্ট্রকে 'শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতে পরিণত না করে বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে না, এবং এই প্রলেতারীয় রাষ্ট্র তার বিজয়ের পরেই শুরু করবে শুকিয়ে মরতে, কেননা যে সমাজে শ্রেণি-বৈপরীত্য নেই সেখানে রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব। ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থলে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের এই বদলটা কী রকম হওয়া উচিত, সে প্রশ্ন এখানে তোলা হয়নি।

আর ঠিক এই প্রশ্নটাই মার্কস তুলেছেন ও তার সমাধান দিয়েছেন ১৮৫২ সালে। নিজের দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বস্ত থেকে মার্কস ১৮৪৮-১৮৫১ সালের বৈপ্লবিক মহাবর্ষগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। বরাবরের মতো এখানেও মার্কসের শিক্ষাটা হলো গভীর দার্শনিক দৃষ্টি ও ইতিহাসের সমৃদ্ধ জ্ঞানে উদ্ভাষিত অভিজ্ঞতার সার সংকলন।

রাষ্ট্রের প্রশ্নটা রাখা হয়েছে মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে : ঐতিহাসিকভাবে কীভাবে উদ্ভব হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, বুর্জোয়ার প্রভুত্বের জন্য অপরিহার্য রাষ্ট্রযন্ত্রের? কী কী তার বদল হলো, বুর্জোয়া বিপ্লবের গতিপথে এবং নিপীড়িত শ্রেণিগুলির স্বাধীন অবতরণের সামনে কেমন তার বিবর্তন? এ রাষ্ট্রযন্ত্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য কী?

বুর্জোয়া সমাজের যা লক্ষণ সেরূপ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার উদয় হয় স্বৈরতন্ত্রের পতনের যুগে। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে দুটি প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক : আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। হাজার হাজার সূত্রে ঠিক বুর্জোয়ার সঙ্গেই এ দুটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে জড়িত, তা মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় বলা আছে একাধিকবার। প্রতিটি শ্রমিকের অভিজ্ঞতায় জাজ্বল্যমান ও অমোঘ রূপে এই যোগাযোগটা জানা আছে। নিজেদের গায়ের জ্বলনিতেই শ্রমিক শ্রেণি এ যোগাযোগটা ধরতে শেখে। সেইজন্যই সে এ যোগাযোগের অনিবার্যতার বিদ্যাটা অত সহজে আঁকড়ে ধরে ও অত দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করে, আর পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা হয় অজ্ঞ ও লঘু চিত্তের মতো সে বিদ্যা অস্বীকার করে, নয়তো আরও লঘু, চিত্তের মতো তা 'সাধারণভাবে' স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানতে ভুলে যায়। আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী—এরা হলো বুর্জোয়া সমাজের দেহে 'পরগাছা'। আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যে সে পরগাছার উদ্ভব, বুর্জোয়া সমাজকে তা বিদীর্ণ করছে, কিন্তু তা ঠিক এমন পরগাছা যা প্রাণরন্ধ্রগুলোকে 'রুদ্ধ করছে'। সরকারি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিতে অধুনা প্রাধান্যকারী কাউৎস্কিপন্থি সুবিধাবাদের চোখে রাষ্ট্রকে পরগাছা দেহ বলে দেখাটা বিশেষ করে ও পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদের ধর্ম। যে মধ্যবিত্ততা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' তাৎপর্য জুড়ে তাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন ও রঞ্জিত করার অশ্রুতপূর্ব কলঙ্কে সমাজতন্ত্রকে টেনে এনেছে, তাদের কাছে মার্কসবাদের এ বিকৃতিটা খুবই লাভজনক, তা বলাই বাহুল্য, তাহলেও নিঃসন্দেহেই এটা বিকৃতি।

সামন্ততন্ত্রের পতনকাল থেকে ইউরোপ যত অসংখ্য বিপ্লব দেখেছে, তাদের সবকটির মধ্য দিয়েই চলেছে এই আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটার বিকাশ, পূর্ণতাসাধন, সংহতি। বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়ারা বৃহৎ বুর্জোয়ার দিকে আকৃষ্ট ও অধীনস্ত হয় বহু পরিমাণে এ যন্ত্রটা মারফত যা কৃষক-ক্ষুদে কারুজীবী ও দোকানদার প্রভৃতিদের উপরিস্তরটাকে জনগণের ওপরওয়ালা হবার মতো সুবিধাজনক, নির্ঝাঞ্ঝাট ও সম্মানীয় চাকরি দিয়ে থাকে। ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় মাসের পর রাশিয়ায় কী হয়েছে যেসব সরকারি চাকরি আগে পেত প্রধানত, কৃষ্ণশতেরা এখন তা হয়েছে কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভুলিউশানারিদের লুটের বস্তু। কোন গুরুতর সংস্কারের কথা আর মূলত ভাবা হচ্ছে না—চেষ্টা হচ্ছে সবকিছুকে 'সংবিধান সভা পর্যন্ত', আর সংবিধান সভাকে এই একটু যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মূলতুবি রাখতে! লুটের বখরায়, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, রাজ্যপাল ইত্যাদির পদগ্রহণে কিন্তু দেরি হয়নি, এবং কোন সংবিধান সভার জন্যই তা ঠেকে থাকেনি! ওপরে, নিচে, সারা দেশ জুড়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন দপ্তরে 'লুটের' এই যে বণ্টন ও পুনর্বণ্টন চলছে, সরকারের হাস্যকর বিন্যাস নিয়ে জোট বাঁধাবাঁধির খেলাটাও মূলত কেবল তারই অভিব্যক্তি। তার যোগফল, ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ আগস্ট এই ছয় মাসের অবজেকটিভ যোগফল : সংস্কার মুলতুবি হয়েছে, চাকরিগুলি বণ্টিত হয়েছে, এবং বণ্টনের 'ভুলত্রুটি' শোধরানো হয়েছে কয়েকটি পুনর্বণ্টন দিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে (রুশ দৃষ্টান্ত ধরলে, কাদেত, সোশ্যালিস্ট রেভুলিউশানারি ও মেনশেভিকদের মধ্যে)

আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটার 'পুনর্বণ্টন' যত বেশি চলতে থাকে, নিপীড়িত শ্রেণি ও তাদের শীর্ষস্থ প্রলেতারিয়েতের কাছে ততই সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে তাদের আপসহীন শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই থেকেই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও 'বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক' সমেত সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির কাছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে দমন বাড়াবার, দমনের হাতিয়ারটা অর্থাৎ ওই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকেই দৃঢ় করার আবশ্যিকতা দেখা দেয়। ঘটনার এই গতির ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে, রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়ন নয়, তার ধ্বংস, তার সংহারকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে বিপ্লব বাধ্য হয়।

কর্তব্যের এই উপস্থাপনে পৌঁছে দিয়েছে যুক্তি চর্চা নয়, ঘটনার বাস্তব বিকাশ, ১৮৪৮-১৮৫১ সালের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বাস্তব জমিটাকে মার্কস কতটা কঠোরভাবে ধরে রাখছেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, ধ্বংসনীয় এই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বদলানো হবে কী দিয়ে এ প্রশ্নটাকে তিনি ১৮৫২ সালে তখনো মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে তোলেননি। অভিজ্ঞতা তার মতো মালমসলা তখনো দেয়নি, ইতিহাস সে প্রশ্নকে প্রধান কর্তব্যকর্ম হিসেবে তুলেছিল পরে, ১৮৭১ সালে। ১৮৫২ সালে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের যথার্থতায় শুধু এইটুকু স্থির করা সম্ভব ছিল যে, রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কর্তব্য, রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে 'ভাঙার' কর্তব্যের সন্নিকট হয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লব। এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের যে সাধারণীকরণ মার্কস দিয়েছেন সেটা ফ্রান্সের ১৮৪৮-১৮৫১ সাল এই তিন বছরের ইতিহাসের চেয়ে ব্যাপকতর পরিধিতে প্রয়োগ করা কি ঠিক হবে? প্রশ্নটা বিচারের জন্য প্রথমে এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে পরে বাস্তব তথ্যে যাব।

'আঠারোই ব্রুমোয়ারের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লেখেন : 'ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে শ্রেণিগুলির ঐতিহাসিক সংগ্রাম অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় প্রতিবারই একটা চূড়ান্ত পরিণতিতে গেছে। যেসব পরিবর্তমান রাজনৈতিক আধারের অভ্যন্তরে এই শ্রেণি-সংগ্রাম এগিয়েছে এবং যার মধ্যে তার ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তা ফ্রান্সেই সবচেয়ে প্রকট রেখায় খোদাই হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের নাভি-বিন্দু, রেনেসাঁর পর থেকে সামাজিক বর্গ ভেদমূলক সমান ধাঁচের রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ ফ্রান্স মহান বিপ্লবের সময় সামন্ততন্ত্রকে চূর্ণ করে এমন চিরায়ত স্পষ্টতায় বুর্জোয়ার বিশুদ্ধ প্রভুত্ব স্থাপন করে, যা ইউরোপের আর কোনো দেশ করেনি। এবং প্রভুত্বকারী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মাথা তোলা প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এখানে যে তীব্র রূপ নিচ্ছে তা অন্য দেশে অজ্ঞাত।

শেষ উক্তিটা সেকেলে হয়ে পড়েছে, কেননা ১৮৭১ সালের পর থেকে ফরাসি প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে একটা বিরতি নেমেছে, যদিও বিরতিটা যত দীর্ঘই হোক, এই সম্ভাবনা তাতে এতটুকু নাকচ হচ্ছে না যে, চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত শ্রেণি-সংগ্রামের চিরায়ত দেশ হিসেবেই ফ্রান্স আসন্ন প্রলেতারীয় বিপ্লবে নিজেকে জাহির করবে।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়াকার অগ্রণী দেশগুলির ইতিহাসে একটা সাধারণ দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা দেখব যে, ওই একই প্রক্রিয়া চলে ধীরে, বিচিত্ররূপে, কিন্তু অনেক প্রশস্ত ক্ষেত্রে একদিকে, যেমন প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড) তেমনি রাজতন্ত্রী দেশে (ইংল্যান্ড, কিছুটা পরিমাণে জার্মানি, ইতালি, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ ইত্যাদি) 'পার্লামেন্টি ক্ষমতা গঠন—অন্যদিকে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি না বদলিয়ে চাকরির 'লুট' বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি পার্টির মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম—এবং শেষত, 'কার্যনির্বাহক ক্ষমতার', তার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটার সমুন্নয়ন ও সংহতি।

কোনো সন্দেহই নেই যে, এটা সাধারণভাবে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিবর্তনের সাধারণ চেহারা। ১৮৪৮-১৮৫১ এই তিন বছরে দ্রুত, ঘনীভূত রূপে ফ্রান্স বিকাশের সেই প্রক্রিয়াগুলিই দেখিয়েছে, যা সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য।

বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদে, ব্যাংকপুঁজির যুগে, অতিকায় পুঁজিবাদী একচেটিয়ার যুগে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ থেকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিবিকাশের যুগে দেখা যাচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' অসাধারণ শক্তিবৃদ্ধি, যেমন রাজতান্ত্রিক তেমনি সর্বাধিক মুক্ত প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে দমন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রের অভূতপূর্ব বাড়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৮৫২ সালের চেয়ে অনেক ব্যাপক পরিসরে আজ বিশ্ব ইতিহাস প্রলেতারীয় বিপ্লবকে নিয়ে আসছে রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংসের' জন্য তার 'সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভবনের কাছে।

কী দিয়ে প্রলেতারিয়েত তার বদল করবে এ বিষয়ে অতি শিক্ষাপ্রদ মালমসলা দেয় প্যারিস কমিউন।